১৩২৩ সালের

(সচিত্র)

কুন্তলীন পুরস্কার।

প্রকাশক—শ্রীহীতেন্দ্রমোহন বসু

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসুর

পবিত্র

স্মৃতির উদ্দেশে

ভক্তিভরে অর্পিত।

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু ।

কর্ম্মফল।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা,
সন ১৩১০ সাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

নলিনী। আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস

Kuntaline Press, Calcutta *Blocks by Photo Type Co.*
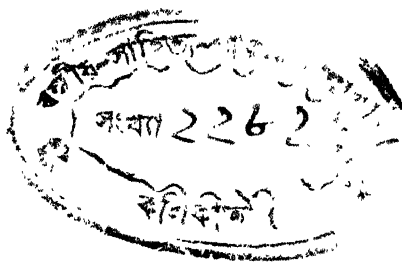
কর্ম্মফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ সতীশের মাসী সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন—সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এস দিদি, বস! আজ কোন্ পুণ্যে রায়-মশায়ের দেখা পাওয়া গেল! দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কি রকম কড়া! দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যায় না!

বিধুমুখী। নাকডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় পরেছিস্? তুই কি এই রকম ধুতি পরে ইস্কুলে যাস্ না কি? বিধু, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কি হল?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে!

সুকুমারী। তা ত ছিঁড়বেই! ছেলেমানুষের গায়ে এককাপড় কতদিন টেঁকে! তা, তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি!

বিধুমুখী। জানই ত দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম ত তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুন্‌সী পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মাগো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি!

সুকুমারী। মিছে না! এক বই ছেলে নয়—একে একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও ত দেখি নি! সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ী যাস্, আমি তোর জন্য একসুট্ কাপড় র‍্যামজের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা ছেলেমানুষের কি সখ্ হয় না!

সতীশ। একসুটে আমার কি হবে মাসীমা! ভাদুড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়ীতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে—আমার ত সে রকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই!

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভাল সতীশ!

সুকুমারী। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না! ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি

তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কি দশা হত বল দেখি!

শশধর। সে কথা বলে লাভ কি! সে অবস্থা কল্পনা করাই ভাল!

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আন্‌তে হবে না আমি যাচ্চি! (প্রস্থান)।

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন বিধু?

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আন্‌ছিল কি না, ছেলের তাই তোমাদের সাম্‌নে লজ্জা!

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে! ও সতীশ, শোন্ শোন্! তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রিম্ খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসীমা, সেখানে কি কাপড় পরে যাব?

বিধুমুখী। কেন, তোর ত চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী!

সুকুমারী। আর যাই হোক্ বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে! এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি বল্‌তে হবে? কেন, ভয় করতে হবে

কাকে! মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না!

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ কর্‌তে আমি বলি নে! কিন্তু সতীশের সাম্‌নে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলিটির ওখানে নিয়ে যাও!

সতীশ। না মাসীমা আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পার্‌ব না!

সুকুমারী। এই যে মন্মথবাবু আস্‌চেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুল্‌বেন। ছেলেমানুষ বাপের বকুনির চোটে ওর এক দণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই। (প্রস্থান)।

(মন্মথের প্রবেশ)।

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন—আমি আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌লেম, তুমি আবার শুন্‌লে রাগ কর্‌বে। (প্রস্থান)।

মন্মথ। আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌লেও রাগ কর্‌ব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি ত আচ্ছা লোক! নিয়ে ত গেলেম, শেষকালে বাড়ী গিয়ে জবাবদিহি কর্‌বে কে!

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ সব ভালবাসি নে!

শশধর। ভাল বাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়—সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়!

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই পায়, চাবার পূর্ব্বেই যার অভাব মোচন হতে থাকে সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোন কালে সুখী হতে পারে না। বঞ্চিত হয়ে ধৈর্য্য রক্ষা করবার যে বিদ্যা আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে ত ভাল কথা কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রই ত সংসারে সমস্ত বাধা তখনি ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মত সুবুদ্ধি থাকত তা হলে ত কথাই ছিল না; তা যখন নেই তখন সাধুসঙ্কল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উল্টামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামত ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মত অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব ত কাকে করব? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কি? আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায়

গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎ পরামর্শ—গোঁয়ার্ত্তমি করতে গেলেই মুস্কিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরে সুস্থে তোমার মতে চলা যেত। পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেই জন্যই ত ভাই বিবেচনা করে চলতে হয়। সাম্‌নে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়া সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায় বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই ত ঠেকৃছ তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এম্নি ভাবে চলতে চাও যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাক্‌বার কোনো কারণ দেখি নে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ—তবু তাহার আরম্ভও বহু নহে তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে—ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন—তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতী পোষাক পরাতে আরম্ভ করেছ সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু কহিলেন—পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে! আজকাল ত সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—সকলের মতেই যদি চল্‌বে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ কর্‌লে কেন?

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চল্‌বে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ কর্‌বার কি দরকার ছিল!

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি ত আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্! তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না

বিধু। কেন কর্‌ব না! তাকে কি চাষা কর্‌ব!

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামীস্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছ?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়—একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি!

মন্মথ। আমি তোমাকে বার বার বলেছি ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখিন জিনিষ অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা যদি তোমার আরাম বোধ হয় ত কাল হতে কেরোসিন্ এবং ক্যাষ্টর্ অয়েল্ মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভাল। কেরোসিন্ ক্যাষ্টর অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ ক'টা আছে তা ত জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে! এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয় ত সহ্য হবে না! যাই হোক্, এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখ্ছি ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার সখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি! তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখিলে ছেলেকে কপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম!

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছ ?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয় একটুখানি এসেন্স মাত্র।

Block by King half tone & Co.

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের উপরেই তোমার ভরসা! তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগযাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

এ কথা মন্মথর মনে অনেক দিন উদয় হইয়াছে—কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন স্বামী তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ, স্বামিসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন—ছেলেকে মাসীর কাছে পাঠালেও গায়ে সহে না, এত বড় মানী লোকের ঘরে আছি সে ত পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি।

এমন সময় বিধবা জা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—মেজ বৌ তোদের ধন্য! আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরাল না রাত্রে কুলায় না শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্ ফিস্! তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনু রাত্রি জোগান

কোথা হতে আনি তাই ভাবি! রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজ বৌয়ের কাছ হতে শেলায়ের প্যাটার্ণটা দেখিয়ে নিতে এসেছি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। জেঠাই মা

জেঠাই মা। কি বাপ্!

সতীশ। আজ ভাতুড়ি সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না!

জেঠাই মা। আমার যাবার দরকার কি সতীশ!

সতীশ। যদি যাও ত তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাই মা। সতীশ, তোর কোন ভয় নেই আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাই মা, আমি মনে করছি তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়ীতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার ডিনার খাবার মত ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই! মার শোবার ঘরে সিন্দুক্ ফিন্দুক্ কত কি রয়েচে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাই মা। আমার এখানেও ত জিনিষ পত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মত বার করে দিতে হবে। বিশেষতঃ তোমার এই বঁটি চুপড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাই মা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের তাদের বাড়ীতে কি কুটনা কুটবার নিয়ম নাই।

সতীশ। তা জানিনে জেঠাই মা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ী গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাই মা। শোন একবার ছেলের কথা শোন! বঁটি চুপড়ি ত চিরকাল ঘরেই থাকে! তা নিয়ে গল্প করতে ত শুনিনি!

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ করতে হবে জেঠাই মা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাই মা। তাকে যেন ঠেকালেম কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসীমাকে গিয়ে ধরেছিলেম তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ সমস্ত কিছুই জানেন না!

জেঠাই মা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্ কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভাল করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সতীশ। মা, এমন করে ত চলে না!

বিধু। কেন কি হয়েছে?

সতীশ। চাঁদনির কোটট্রাউজার পরে আমার বা'র হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদুড়ি সাহেবের বাড়ী ইভনিংপার্টি ছিল কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেসস্যুট পরে গিয়েছিল, আমি সেথানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান ত সতীশ তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না! কত টাকা হলে তোমার মনের মত পোষাক হয়, শুনি!

সতীশ। একটা মর্ণিংস্যুট আর একটা লাউঞ্জস্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিংড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না!

বিধু। বল কি সতীশ! এ ত তিনশো টাকার ধাক্কা। এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি করতে চাও সে ভাল, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানা-টানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে ত খরচ করতে হবে, তার ত কোন উপায় নেই। সুন্দর বনে পাঠিয়ে দাও না কেন সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা ত জানি, কিন্তু—আচ্ছা তোমার মেসো ত তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোষাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাওনা। কথায় কথায় তোমার মাসীর কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে ত অনায়াসেই পারি কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হইতে কাপড় আদায় করেছি তা হলে রক্ষা থাকিবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব। (সতীশের প্রস্থান) ভাহুড়ি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোন মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাডুড়ি সাহেব ব্যারিষ্টার মানুষ, বেশ দু দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ ত ওদের বাড়ী আনাগোনা করে, মেয়েটি ত আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে! সতীশের বাপ ত এ সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মিষ্টার ভাদুড়ির বাড়ীতে টেনিস্‌ক্ষেত্র।

নলিনী। ও কি সতীশ পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিসপার্টি জান্‌তেম না, আমি টেনিসস্যুট পরে আসিনি!

নলিনী। সকল গরুর ত এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্চি। মিষ্টার নন্দী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না—আমি আপনারি সেবার্থে!

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন ত আজকের মত আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিসসুট পরে আসেন নি। এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর জ্বালানও মাপ করতে পারি। টেনিসসুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিসসুটটা মিষ্টার সতীশকে দান করে তার এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি সুট সতীশ?—খিচুড়ী সুটই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ী সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য চন্দ্রতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না। সতীশ এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস্ ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোন, শোন সতীশ, শুনে রাখ। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয় মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না! বিলাতে ইনি ডিউক্ ডাচেস্ ছাড়া

আর কারও সঙ্গে কথাও কন নাই। মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিল?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুনচ সতীশ! রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়! তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিসস্যুট সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)।

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বঝ্‌তেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুস্কিল হয়েছে আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থ মনে থাকতে পারি নে—কেবলি মনে হয় আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয় ত কুঁচ্‌কে আছে। নন্দীর মত কবে আমিও বেশ ঐ রকম অনায়াসে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিট্‌ল না। টেনিস্ কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল! হায়, কোর্ত্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ী ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি!

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহাবা! মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনি সুরু হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত

উন্নতি হবে ভরসা হচ্চে! এস একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন!

সতীশ। না আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোন,—টেনিস্ কোর্ত্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়া দাওয়া একেবারে ছাড়া ভাল নয়। কোর্ত্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শশধর। দেখ মন্মথ সতীশের উপরে তুমি বড় কড়া ব্যবহার আরম্ভ করেছ, এখন বয়স হয়েছে এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভাল নয়!

বিধু। বল ত রায়মহাশয়! আমি ত ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না!

মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহূর্ত্তেই! একজন বল্লেন নির্দ্দয় আর একজন বল্লেন নির্ব্বোধ! যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি—তাঁর ভগ্নী যাহা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ভগ্নীপতি পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না! আমার ব্যবহারটা কি রকম কড়া শুনি!

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের সখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে ওকে তুমি চাঁদনীর—

মন্মথ। আমি ত চাঁদনীর কাপড় পরতে বলিনে। ফিরিঙ্গি পোষাক আমার দু চক্ষের বিষ। ধুতি চাদর চাপকান চোগা পরুক কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখ মন্মথ সতীশ যদি এ বয়সে সখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়া বয়সে থামকা কি করে বসবে সে আরো বদ্ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখ যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখচি তার আক্রমণ ঠেকাবে কি করে?

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায়মশায়, পেরে উঠবে না—দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু ছেলে-দের আবদারও ত এড়াতে পারিনে। সতীশ ভাদুড়ি সাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি করচে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও বেচারার বড় মুস্কিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীতে ওর জন্য—

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

ভৃত্য। সাহেববাড়ী হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা! এখনি নিয়ে যা! (বিধুর প্রতি) দেখ সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়ীতে থাকতে দেব না, 'মেসে' পাঠিয়ে দেব সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চলতে পারবে! (দ্রুত প্রস্থান)।

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কি বলব আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেচে।

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও ত ঠিক ভাল হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েচে। আমার পরামর্শ শোন, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডাল ভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক না কেন মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভাল করে খাওয়াও দেখি তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন। (প্রস্থান, বিধুর ক্রন্দন)।

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মগত) কখনো কান্না কখনো হাসি—কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই—বেশ আছে (দীর্ঘ নিশ্বাস)। ও মেজ বৌ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েচি বলি, রাগ কোরো না!

সতীশ। তুমি ডেকেচ বলে রাগ করব আমার মেজাজ কি এতই বদ্?

নলিনী। না ও সব কথা থাক! সকল সময়েই নন্দী সাহেবের

চেলাগিরি কোরো না! বল দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিষ কেন দিলে?

সতীশ। যাঁকে দিয়েচি তাঁর তুলনায় জিনিষটার দাম এমনই কি বেশী!

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল।

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি যখন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা মাপ কর, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখ সতীশ, মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্ব্বোধের মত একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্ব্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্ পাঠাতে গেলে কেন?

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করচ নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই! কিন্তু এ নেক্‌লেস্ তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে দান, আমার কাছে সে দানের কোন মূল্য নেই!

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলচিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুসী হতেম। তুমি যখন-

তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলিনি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস্।

সতীশ। এ নেক্‌লেস্ তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি ত তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বল, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয়নি?

সতীশ। কে তোমাকে বলেচে? নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ বলেনি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করচ?

সতীশ। সময় বিশেষে লোক বিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজ কালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্ততঃ ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না? আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা তোমার যা করবার তা ত করেচ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্‌লেস্‌টা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভাল।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কি করে?

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্চে।

সতীশ। সে কথা তিনি কখনই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেক দিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক তুমি প্রতিজ্ঞা কর এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিষ দেবে না। বড় জোর ফুলের তোড়ার বেশী আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক্‌, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী সাহেবের পাঠ আবৃত্তি কর! দেখি স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কি বলিতে পার বল—আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয়নি। আজকের মত ঐটুকুই থাক বাকিটুকু আর একদিন হবে। এখনি কান ঝাঁ ঝাঁ করতে সুরু হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি এবারকার মত তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করচিনে, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমাকে করতেই হবে! আমি সতীশকে বার বার বলেচি দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো এত বড় সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না! সতীশের এখন বয়স হয়েচে তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তাহার চলে কি করে বল দেখি!

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড় করলে কারোই চলে না, ফকিরেরও না বাদসারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে?

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কি করে? (প্রস্থান)।

(শশধরের প্রবেশ)।

শশধর। আমাকে এ বাড়ীতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্ত্তা ফরমাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই ক'দিন আসিনি আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়ীছাড়া করেচে।

বিধু। দিদি আসেননি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কি?

বিধু। সবই ত শুনেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন সুস্থির হচ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন হার্ম্মানের পোযাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর যাই বল, মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝিনে আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানিনে? তোমরা ত তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে। কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কি করে?

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই—সতীশের ধার শুধ্‌তে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

(সতীশের প্রবেশ)।

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না এখন কি মুস্কিলে পড়েছ দেখ দেখি!

সতীশ। মুস্কিল ত কিছুই দেখিনে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস করনি।

সতীশ। কিছু ত আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মত।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাসনে।

শশধর। ছি ছি সতীশ। এখন কথা যদি বা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়? বড় অন্যায় কথা।

(সুকুমারীর প্রবেশ)।

বিধু। দিদি সতীশকে রক্ষা কর। ও কোন্ দিন কি করে বসে আমি ত ভয়ে বাঁচিনে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কি বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ আমার গা ছুঁয়ে বল এমন কথা মনেও আনবিনে। চুপ করে রইলি যে! লক্ষ্মী বাপ আমার! তোর মা মাসীর কথা মনে করিস্।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভাল!

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা সে দেখব কত বড় পেয়াদা; ও গো এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলে মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইট তোমার মাথায় পৌঁচবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে একজামিনে ফেল করেছি; তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এত বড় সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ী হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না! আর কি কোথাও বাড়ী নাই না কি! ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার ত ছেলেপুলে নেই, আমি না হয় ওকেই মানুষ করি! কি বলগো।

শশধর। সে ত ভালই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দায় হবে!

সুকুমারী। বাঘ মশায় ত বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোন কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলে, বাচ্ছাই বা কি বলে!

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না! তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও!

বিধু। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না! চল্ তোর চুল বেঁধে দিই গে! এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বাহির হতে লজ্জা করে না! (শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

(মন্মথর প্রবেশ)

শশধর। মন্মথ ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখ—

মন্মথ। বিবেচনা না করে ত আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাট কর। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভাল হবে?

মন্মথ। ভালমন্দর কথা কেউই শেষ পর্য্যন্ত ভেবে উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার-বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারও উচিৎ হয় না। আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ তুমি যে দিনরাত কর্ম্মফল কর্ম্মফল কর আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্ম্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্ত্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্ম্মফলের দেনা শুধ্‌তে শুধ্‌তে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্ম্মফল সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্য রকম। কর্ম্মফল নৈসর্গিক—মার্জ্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুসি করবেন, আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্ম্মফল শেষ পর্য্যন্তই মানি!

শশধর। আচ্ছা আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি তুমি কি করবে?

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখ সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংযম আর এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝতে না দাও তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ কর—দুই নৌকায় পা দিয়েই তাহার বিপদ ঘটেছে!

শশধর। ও কি কথা বলছ মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখ শশধর নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাসমতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অন্য কোন উপায় ত জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি তা কোন মতেই হবার নয় তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না!

(মন্মথর প্রস্থান)।

শশধর। কি করা যায়! ছেলেটাকে ত জেলে দেওয়া যায়

না! অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্ব্বনেশেই হোক্ জেলখানা, তার চেয়ে ঢের বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভাদুড়িজায়া! শুনেছ, সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিষ্টার ভাদুড়ি। হাঁ, সে ত শুনেছি!

জায়া। সে যে সমস্ত সম্পত্তি হাঁসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫৲ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কি করা যায়!

ভাদুড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার?

জায়া। বেশ লোক্ যা হোক্ তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না! তুমি ত ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কি করবে?

ভাদুড়ি। আমি ত মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করিনি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বলুন ওর চেয়ে আবশ্যক আর কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো ত ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না।

ভাদুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে ত সতীশ-কেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি ত ভাল। তা চট্‌পট্‌ নিক্‌ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

ভাদুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক্‌ এখন কেবল একটা আইনের খট্‌কা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন ত তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে! আমি ভাব্‌ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি করে! আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে সে যে কি করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরীবের হাতে ত মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল অমনি তখনি উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালবাসে সে ত দেখে মনে হয় না। ওত সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে কর্‌তাম নন্দীর উপরেই ওর বেশী টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখ না বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই তবু ত ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ।

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ী যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। মা এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে ত আমার কাপড়চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার ত তাতে কোন সাহায্য হবে না। অনেক দিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্চেন না—বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা সতীশ!

সতীশ। অ্যাঁ! বল কি মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে ত তাই বোধ হয়!

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুলও ত হয়!

বিধু। না ভুল নয় শতীশ এবার তোর ভাই হবে!

সতীশ। কি যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বল্লে! বোন্ হতে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যে রকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক্ মেয়েই হোক্ আমাদের পক্ষে সমানই!

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে!

বিধু। সতীশ তুই চাক্‌রীর চেষ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারিনি। তা ছাড়া চাকরী কর্‌বার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু যাই বল মা, এ ভারি অন্যায়! আমি ত এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় ত কি সতীশ! এদিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ওদিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চল্‌ছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কি রকম ব্যবহার! শেষ কালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধই ত খেটে গেল! অস্থির হোস্‌নে সতীশ! একমনে ভগবান্‌কে ডাক্—তাঁর কাছে কোন ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা তিনি যদি এখনো—! এখনো সময় আছে! মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ কিন্তু যে রকম অন্যায় হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে! ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারচিনে—তিনি দয়া করে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক্, নইলে তোর উপায় কি হবে সতীশ আমি তাই ভাবি। হে ভগবান্ তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌ব না! কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব!

বিধু। আরে চুপ্ চুপ্ এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কি না ঘটতে পারে। সতীশ তুই আজ এত ফিট্ ফাট্ সাজ করে কোথায় চলেছিস্? উচুঁ কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেক্‌ল! ঘাড় হেঁট করবি কি করে?

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চল্‌তে পারি চলব তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা চল্লেম কথাবার্ত্তা পরে হবে। (প্রস্থান)।

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি! মাগো, ছেলের আর তর্ সয় না! এ বিবাহটা ঘটবেই! আমি জানি আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়, প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক্ শেষ কালটায় ওর ভাল হয়ই এ আমি বরাবর দেখে আসচি! না হবেই বা কেন! আমি ত জ্ঞাতসারে কোন পাপ করিনি—আমি ত সতী স্ত্রী ছিলাম, সেই জন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্চে দিদির এবারে---!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কি মাসীমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বল্লেম অপমান বোধ হল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের মাসীমা! কাল ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি তা ত ভেবে পাইনে। তারা সাহেব মানুষ, তোমার মত অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমি ত শুনলেম তোমাকে তারা আজকাল পোছে না, তবু বুঝি ঐ রঙ্গীন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতী কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্ম্মের কোন চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে? তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয় পাছে ওঁকে কেউ বাড়ীর সরকার মনে করে ভুল করে! কিন্তু সরকারও ত ভাল—সে খেটে উপার্জ্জন করে খায়!

সতীশ। মাসীমা আমিও হয়ত তা পারতেম, কিন্তু তুমিই ত—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষ কালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝচি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন তাই তোমাকে এমন কোরে শাসনে রেখেছিলেন! আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম শেষ কালে আমারি যত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা আমারি না হয় দোষ হল, তবু যে ক'দিন

এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ দরকার মত দুটো কাজই না হয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না! এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি করতে হবে বল, আমি এখনি করচি।

সুকুমারী। খোকাব জন্য সাড়ে সাত গজ রেনবো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার সুট্—(সতীশের প্রস্থানোদ্যম)। শোন শোন ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো জুতো চাই! (সতীশ প্রস্থানোন্মুখ)। অত ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভাল করে শুনেই যাও! আজও বুঝি ভাদুড়ি সাহবের রুটি বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্ ফট্ করচে। খোকাব জন্যে ষ্ট্র-হ্যাট্ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই (সতীশের প্রস্থান)। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া) শোন সতীশ আর একটা কথা আছে! শুনলাম তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নূতন সুট্ কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যা খুসি সাহেবিয়ানা করো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাতুড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না! সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ো! আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময়!

সতীশ। আচ্ছা এনে দিচ্চি!

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরৎ দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না

সুরেন— ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা।

যেন। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম)। শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্‌তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বসো না। ঐ জন্যে তোমাকে কিছু আন্‌তে বলতে ভয় করে! দু'পা হেঁটে চল্‌তে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হলে ত চলে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কৈ মাছ কিনে আন্‌তেন—মনে আছে ত? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না! আজ হতে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরেন। দাদা তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কি লিখচ কাকে লিখচ বল না!

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই খেলা করগে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখচ—আমি আজকাল পড়তে পারি!

সতীশ। হরেন তুই আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে বলচি—যা তুই!

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখচ বল না। তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালবাস বুঝি! আমিও বাসি!

সতীশ। আঃ হরেন অত চেঁচাস্‌নে, ভালবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা বলচ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা মাকে ডাকি তাঁকে দেখাও!

সতীশ। না, না, মাকে ডাক্‌তে হবে না! লক্ষীটি তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি!

হরেন। এটা কি দাদা! এযে ফুলের তোড়া! আমি নেব!

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে হাত দিস্‌নে ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব এটা থাক্!

হরেন। দাদা এটা বেশ, আমি এইটেই নেব!

সতীশ। না, এ আর একজনের জিনিষ আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস্ আনতে বলেছিলেম তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ—তাই বই কি, আর একজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হরেন লক্ষী ভাই তুই একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি! কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস্ কিনে এনে দেব!

হরেন। আচ্ছা, তুমি কি লিখচ আমাকে দেখাও!

সতীশ। আচ্ছা দেখাব আগে লেখাটা শেষ করি!

হরেন। তবে আমিও লিখি! (শ্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা ভালবাসা।

সতীশ। চুপ্ চুপ্ অত চীৎকার করিস্‌নে!—
আঃ থাম থাম!

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও!

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িসনে!—ও কি করলি। যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি! এমন বদছেলেও ত দেখিনি! (তোড়া কাড়িয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলচি! যা! (হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান, বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ)।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাদিয়েচে দিদি টের পেলে সর্ব্বনাশ হবে! হরেন, বাপ আমার কাঁদিসনে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা চুপ্ কর চুপ্ কর—আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন!

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল!

বিধু। আচ্ছা সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের ক্রন্দন) এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও ত আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন

সেটি চায় তখনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখ না, একেবারে দোকান ঝাঁটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্চে যেন নবাব পুত্র! ছি ছি নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়! (সতর্জ্জনে) খোকা, চুপ কর বলচি! ঐ হাম্‌দোবড়ো আসচে! (সুকুমারীর প্রবেশ)।

সুকুমারী। বিধু ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়! আমি চাকরবাকরদের বারণ করে দিয়েচি কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না।—আর তুমি বুঝি মাসী হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেচ! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ করেচে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেচি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মত মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচ।

বিধু। (সরোদনে) দিদি এমন কথা বলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে।

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কি করে।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল, ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালবাসা! মা তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস্ আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—

তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেচে!

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচ বুঝি! ওকে তোমাদের সহ্য হচ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাচ! আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার কব্‌রাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলচে তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্চে কেন! ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি নেলি।

নলিনী। কেন কোথায় যাবে

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়? যে লোক সন্ধান জানে সে ত ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে! আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন? কলারটা বুঝি ঠিক হালফেশানের হয়নি

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাইত মনে হয়! সেই জন্যই ত হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মত দেখায়!

সতীশ। ঠাট্টা করো না নেলি তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠা— তুমি বড় নিষ্ঠুর! সত্যই বলচি নেলি আজ বিদায় নিতে এসেচি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করচি নেলি ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ করো না! আজ আমি চিরদিনের মত বিদায় নেব!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশী আগ্রহ কেন?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না!

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের! আমি ত তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি!

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন!

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে! এত বড় অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি!

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বলো না আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন? আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না!

সতীশ। সে ত ঠিক কথা! আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না!

নলিনী। খুব করি যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে!

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোন লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ তুমি কখনো কোন পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না! স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না!

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি!

নলিনী। চিনবে কেমন করে? আমি ত তোমার হাল ফেশানের টাই নই কলার নই—দিন রাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলচি নেলি তুমি আজ

আমাকেঁ এমন কথা বলো না! আমি যে কি নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তাহা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির করো না। ঐ বাবা আস্‌চেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন আমি যাই!

(প্রস্থান)।

সতীশ। মিষ্টার ভাদুড়ি আমি বিদায় নিতে এসেচি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় ত নেই আমি এখন বেড়াতে বের হব!

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি?

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়িনি!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শশধর। আঃ কি বল! তুমি কি পাগল হয়েচ না কি?

সুকুমারী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখনি ও'দের মুখ কেমন হয়ে গেছে! সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই সে ত তুমি

জানইত! মন জিনিষটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে! ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখ তোমরা ছোট কথাকে বড় করে তোল! যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার আমি পারব না—ছেলেকে ত তোমার গর্ভে ধরতে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায়-কি শুনি!

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি ত বড় বড় কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখ না আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসী তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও ত ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশী করে ভাবচ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে। এখন কৰ্ত্তব্য কি বল?

সুকুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বল, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখুক। পুরুষ মানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে সে কি ভাল দেখতে হয়!

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে, কি করে ?

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়ীভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কি !

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েচে পঁচাত্তর টাকা ত সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দিবে ! মার গহনাগাঁঠি ছিল সে ত অনেক দিন হল গেছে এখন হবিষ্যান্ন বাঁধা দিয়ে ত দেনা শোধ হবে না !

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কি ?

শশধর। মন্মথ ত সেই কথাই বলত। আমরাই ত সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ও'কে দোষ দিই কি করে ?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে ! সব দোষ আমারি ! তুমি ত আর কারো কোন দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায় !

শশধর। ওগো রাগ কর কেন—আমিও ত দোষী !

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপরে পা দিয়া গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাক !

শশধর। না ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। এখন কি করতে হবে বল !

সুকুমারী। সে তুমি যা ভাল বোধ কর তাই কর। কিন্তু আমি বলচি সতীশ যতক্ষণ এ বাড়ীতে থাকবে আমি খোকাকে কোনমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও ত আমারই আপন বোনের ছেলে কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বল্‌লেম।

(সতীশের প্রবেশ)।

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসীমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেচ তার চেয়ে ওর কি বেশী অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মত সৌখীন করে তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মত পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুনচ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বল্লে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কি হবে গো! আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেচি!

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার

রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা-হতে চিরকালের মত বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচ তাতে আমার বিষ জমে উঠেচে! সত্য কথাই বলচ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি

(বিধুমুখীর প্রবেশ)।

বিধু। কি সতীশ কি হয়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? আমাকে চিন্‌তে পারচিস নে? আমি যে তোর মা সতীশ!

সতীশ। মা তোমাকে মা বলব কোন্‌ মুখে? মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে? কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে? সে কি মাসীর ঘর হতে ভয়ানক? তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক, তিনি যদি তোমাদের মত মা হন তবে তাঁর আদর চাইনে তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ সতীশ! চল চল—কি বক্‌চ থাম! এস বাইরে আমার ঘরে এস!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শশধর। সতীশ একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েচে সে কি আমি জানিনে? তোমার মাসী রাগের মুখে কি বলেচেন সে কি অমন করে মনে নিতে আছে? দেখ, গোড়ায় যা ভুল হয়েচে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক!

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসীমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি তবে আমার মরেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে ত সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার করবে?

শশধর। না, শোন সতীশ—একটু স্থির হও! তোমার কর্ত্তব্য সে তুমি পরে ভেবো—তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেচি তার প্রায়শ্চিত্ত ত আমাকেই করতে হবে। দেখ, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব—সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেচি—পরশু শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা থাক্ থাক্! ও সব স্নেহ ফ্নেহ আমি কিছু বুঝিনে, রসকস আমার কিছুই নেই—যা কর্ত্তব্য তা কোনো রকমে পালন কর্ত্তেই হবে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে যাও! সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে বোধ হল তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন ত

দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বল্লেন সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন? (সতীশের প্রস্থান)।

ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে ত!

(সুকুমারীর প্রবেশ)।

সুকুমারী। কি স্থির করলে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেচি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যাহোক সতীশকে এ বাড়ী হতে বিদায় করেচ ত?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের? আমি ঠিক করেচি সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা- কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখ, এক সময়ে ত ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন ত আমার হরেন জন্মায়নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব তোমার আর ছেলেপুলে হবে না!

শশধর। সুকু, ভেবে দেখ আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর না কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে গেলেম। (সুকুমারীর প্রস্থান)।

(সতীশের প্রবেশ)।

শশধর। কি সতীশ থিয়েটারে গেলে না ?

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখ দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েচি! তোমার দানপত্রের ফল দেখ! সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেব না!

শশধর। কেন সতীশ ?

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখ ভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোন মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব তার চেয়ে এক কানা কড়িও আমি বেশী চাই না, তাছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও মাসীমার সম্মতি নিয়েচ ত!

শশধর। না সে তিনি—অর্থাৎ সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বইকি! বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন ?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর না রাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাইনে। তুমি তাঁকে বলো আজ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদ্‌গার না করে আমি বাঁচব না! তাঁর সমস্ত ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব!

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ—তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায় আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে ত!

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্ব্বার মাসীমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী। দেখ দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম ক'রে কাজকর্ম্ম করচে। দেখ অতবড় সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো অল্‌পাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড় সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন!

সুকুমারী। দেখ দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বস্‌তে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ তাই ত সতীশ মানুষের মত হয়েচে!

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নাই কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন—আমাদেরই জিত!

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েচে, ঠাট্টা করতে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেচ সে যদি আজ থাক্‌ত তবে—

শশধর। সতীশ ত বলেচে কোন-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। সে যত শোধ কর্‌বে আমার গায়ে রইল! সে ত বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা বলে থাকে! তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন ত ভরসা ছিল তুমি যদি পরামর্শ দাও ত সেটা বিসর্জ্জন দিই!

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশী লোকসান হবে না এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি! ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আস্‌চেন! চাকরি হয়ে অবধি একদিনও ত আমাদের চৌকাট মাড়ান নি এম্‌নি তাঁর কৃতজ্ঞতা। আমি যাই!

(সতীশের প্রবেশ)।

সতীশ। মাসীমা, পালাতে হবে না। এই দেখ আমার হাতে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্! এ যে এক তাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় ত এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভাল হচ্চে না সতীশ!

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসীমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসীমা! বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে—তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করিনি সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে! এই পনেরো হাজার টাকা গুণে নাও! তোমার খোকার পোলাও পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে!

সতীশ। আমি গুণচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেচি—ইতিমধ্যে দর চড়েচে; তাই মুনফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ—আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে ত দিই নাই মেসোমশায়! এ মাসীমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনকালে শোধ করতে পারব না!

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না—ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে?

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেচ ত?

সতীশ। বাড়ী গিয়ে খাব।

শশধর। আঁ্যা সে কি কথা! বেলা যে বিস্তর হয়েচে! আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়! এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আবার নূতন করে ফাঁদতে পারব না!

(প্রস্থান)।

সুকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু'পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেচ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কি না!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। বড় সাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম ইতিমধ্যে "গানির" টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে তহবিল পূরণ করে রাখব—কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে!

কিন্তু অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব! এই পিস্তলে দুটি গুলি পূরেচি—এই যথেষ্ট! নেলি—না না ও নাম নয়, ও নাম নয়—আমি তাহলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভাল বেসে থাকে, সে ভালবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেচি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার

কপালে যার ভালবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল !, আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব !

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম এ বাগান এক দিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল, তা আমাকে তখন বলেনি—তা হোক্, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি ষ্টিফানোটিস্ লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব—মৃত্যু দ্বারা আমি এ বাগান দখল ক'রে নেবো—এখানে হাওয়া খেতে আস্‌তে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতে চাই। পৃথিবী হতে ঐ ধূলোটুকু নিয়ে যেতে পার্‌লে আমার মৃত্যু সার্থক হ'ত। কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসীমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থায় মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করিনে ! বিশেষতঃ পিস্তল ভরা আছে !

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরবার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল—অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙেচে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্ব্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না—সে জন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে

পারব না—কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে—তাদের সকল সুখকে কাণা করে দেয়! তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি!

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই! আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে—আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না! আঃ—তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে আর, আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোন ক্ষতি হবে না—তারা সুখে থাকবে তাদের দাঁতমাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-ঝাড়া পর্য্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না—অথচ আমার সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল—আমার নেলি—উঃ ও নাম নয়!

ও কেও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েচে যে! বাপমাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেচে। ওর আকাঙ্ক্ষা ঐ কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক ঊর্দ্ধে চড়ে নি—ঐ গাছের নীচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কি মূল্য! গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কি এমন বড়! এখনি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচান যায় তা কে বলতে পারে? আর মাসীমা—ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে! আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি! হাতকে আর সামলাতে পাচ্চিনে! হাতটাকে নিয়ে কি করি! হাতটাকে নিয়ে কি করা যায়!

(ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোন বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল)।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কি! দাদা না কি! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাবাকে বলে দিয়ো না

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়—মেসোমশায়—এই বেলা রক্ষা কর—আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা কর!

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হয়েচে সতীশ! কি হয়েচে!

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হয়েচে আমার বাছার কি হয়েচে

হরেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করচেন!

সুকুমারী। এ কি রকম বিশ্রী ঠাট্টা! ছি ছি, সকলি অনাসৃষ্টি

দেখ দেখি! আমার বুক এখনো ধড়াস্ ধড়াস্ করচে! সতীশ, মদ ধরেচে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনি পালাও! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই!

(হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন)।

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হয়ো না! ব্যাপারটা কি বল! হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ মেসোমশায়!

(দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ)।

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কি সর্ব্বনাশ করে এসেছিস বল দেখি! আপিসের সাহেব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসি করতে এসেচে। যদি পালাতে হয় ত এই বেলা পালা! হায় ভগবান! আমি ত কোন পাপ করিনি আমারি অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়—যা সন্দেহ করচ তাই! আমি চুরি করে মাসীর ঋণ শোধ করেচি। আমি চোর। মা, শুনে খুসি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও যাও আমার সম্মুখ হতে যাও! আমার অসহ্য বোধ হচ্চে!

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও ত কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও!

সতীশ। বল, কেমন করে শোধ করব! কি আমি দিতে পারি! কি চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা দাও!

সতীশ। এই দিলাম! আমি জেলেই যাব! না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না!

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়! তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ কল্লে তোমার বড় সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাক!

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না—মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেচি—এখন কি নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না!

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোন! তোমার মাকে আর মাসীকে অন্তরের সহিত ক্ষমা কর!

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার—তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি

(প্রণাম করিয়া) মা, আশীর্ব্বাদ কর আমি সব যেন সহ্য করতে পারি—আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেচ সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কি আর বলব! মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেচি তোর কোন ভাল করতে পারিনি—ভগবান্ তোর ভাল করুন! দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করে নিইগে! (প্রস্থান)।

শশধর। তবে এস সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

(দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ)।

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কি নলিনী!

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচ?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক! আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখিনি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টা হয়। তুমি মনে করতে পার তোমার দয়া উদ্রেক করিবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন আমি অভিনয় করছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কি তুমি পাগলের মত বকচ? আমি তোমার কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান নলিনী—আমি ত একবর্ণও গোপন করিনি তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে! শ্রদ্ধা ছি, ছি, শ্রদ্ধা ত পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে! তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোন ভেদ রাখিনি। এই দেখ আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপমায়ের। আমি তাঁদিগকে না বলে এনেচি এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?

শশধর। উদ্ধার হবে এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নালনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সে জন্য লজ্জা কি! দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না! সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেচেন্ দেখ্‌চি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হ'য়ে অতিথিসৎকার কর। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্বাতেই থাকৃতে পারে।

অদল বদল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা; কার্ত্তিক মাসের শেষে এক দিন আমি বেলা বারোটার সময় যথারীতি আফিসে আসিয়া বসিতেই চাপড়াস বদ্ধ এক হিন্দুস্থানী মুসলমান মূর্ত্তি আমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল 'বড়া সাহেব আপকো সেলাম দিয়া বাবুজি!' বড় সাহেব আমাদের ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সুপারিণ-টেন্‌ডেণ্ট; আমি তখন সবে ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছি; আমি ডিটেক্‌টিভের সবইন্‌সপেক্টর, বাঙ্গালায় যাকে বলে 'গোয়েন্দা দারোগা'।

বড় সাহেব আমার উপর কিছু প্রসন্ন ছিলেন; অল্প দিনের মধ্যে আমার কিঞ্চিৎ সুনামও জন্মিয়াছিল; এবং কোন জটিল মোকদ্দমা তদন্ত করিবার আবশ্যক হইলে, অনেক সময় সিনিয়ার দারোগার পরিবর্ত্তে আমার উপরই তদন্তের ভার পড়িত। আজও সেই রকম একটা কিছুর প্রত্যাশা করিয়া বড় সাহেবের 'আফিস রূমে' প্রবেশ করিলাম।

সাহেব তখন মাথা গুঁজিয়া কি লিখিতেছিলেন; আমার গৃহ প্রবেশমাত্র সাহেব এক চোখের চসমার ভিতর দিয়া একবার

আমার দিকে চাহিলেন, এবং কোন কথা না বলিয়া বাম হস্তে আমার সম্মুখে একখান বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়া দিলেন; আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া খুলিলাম; নাম দেখিলাম 'সদর ও মফঃস্বল' ইহা কলিকাতা কিম্বা মফঃস্বলের কোন নগর হইতে বাহির হয় কি না জানি না; এখন পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে কি না জ্ঞাত নহি; ইহা 'সঞ্জীবনী' অপেক্ষা কিছু ছোট আকারের সাপ্তাহিক পত্রিকা, এ কাগজ সর্ব্ব প্রথম এই দেখিলাম। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই, 'সম্পাদকীয় মন্তব্যের' নীচে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ দেওয়া একটা প্যারা আমার নজরে পড়িল, বুঝিলাম ইহাই দেখিবার জন্য সাহেব কাগজখানি আমায় দিয়াছেন, আমি প্যারাটি আগাগোড়া পড়িলাম;—

"মালদহের বঙ্কুবিহারী সাহা নামক একজন হাতুড়ে 'কুন্তলীন' নামক বিখ্যাত কেশ তৈলের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া লাভবান হইবার আশায় 'কুন্তলীনের' নামের অনুকরণে 'কুন্তল তৈল' নামক এক প্রকার কেশ তৈল প্রস্তুত করিয়াছে, আমরা এই তৈল ব্যবহার করিবার জন্য এক শিশি উপহার পাইয়াছি, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই ইহার অসাধারণ গুণের কথা অবগত হইয়াছি। এই তৈল ব্যবহার করিয়া দুই জন লোক ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, আর দুই জন লোক শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, ডাক্তার সাহেব সযত্নে চিকিৎসা করিতেছেন, রোগীদ্বয় বাঁচিবে কি না এখনো বলা যায় না; নিজ মালদহ হইতে আমরা এ সংবাদ পাইয়াছি, বঙ্কু সাহার 'কুন্তল

তৈল’ আর কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটাইয়াছে কি না তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। আমরা সংবাদ পাইলাম বঙ্কু সাহার-নামে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার পূর্ব্বেই সে চম্পট দিয়াছে, পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই।

সংবাদটা দুই বার মনে মনে পড়িলাম। তাহার পর কাগজ খানা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া সাহেবকে বলিলাম "কিছু বুঝিতে পারিলাম না, বঙ্কু সাহা হাতুড়ে সন্দেহ নাই; হাতুড়েদের মতই হয়ত সে কাণ্ডজ্ঞান হীন মূর্খ এবং হয়ত এই তৈলের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ইহা বিষাক্ত হইয়াছে; কিন্তু এমন বিষাক্ত হইল যে তাহা মাখিয়াই দুইটা মানুষ মরিয়া গেল; আর দুজন মর মর; তৈলে যে এমন কোন উগ্র বিষ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে?"

সাহেবের লেখা শেষ হইয়াছিল, তিনি চেয়ার খানা অল্প ঘুরাইয়া লইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছু না বুঝিতে পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে একখান অফিসিয়াল পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন তৈলে যে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্ত্তমান, পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পাকাশয় **Chemical Examiner** এর কাছে পাঠান হইয়াছিল, পাকাশয়ে এই বিষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, পাকাশয়ে বিষ পাওয়া গিয়াছে! তাহা

হইলে আপনি বলিতেছেন তৈল মাখিয়া ইহারা মরে নাই, খাইয়া মরিয়াছে ?”

সাহেব বলিলেন, “কাণ্ডটা আমার নিকটও আগাগোড়া রহস্য পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। সমস্ত ঘটনার full report আমি পাই নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধু সাহাকে ধরিবার জন্য একজন expert ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন,---বুঝিয়াছ তোমাকে ডাকিয়াছি কেন ?”

এ সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে আমার আরও দুই চারিটা কথা হইল। তাহার পর সাহেব সহসা ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন,—তোমাকে আজই লুপ মেলে যাইতে হইবে। আর দু ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, এখন গুড্‌বাই। টুপিটা মাথায় তুলিয়া সাহেব কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, আমিও আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিলাম।

লুপ মেল বেলা স তিনটার সময় হাবড়া ছাড়ে ; আমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া দরকারী কয়েকটা জিনিষমাত্র একটা ট্রাঙ্কে পুরিয়া হাবড়া রওনা হইলাম। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী ছাড়িতে মিনিট দশেক মাত্র সময় ছিল, জিনিষপত্র গুছাইয়া গাড়ীর মধ্যে একটু ভাল করিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, গার্ডের হুইস্‌লে শিশ দেওয়া হইল, এবং প্ল্যাটফর্ম্ম কম্পিত করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেণ ছুটিয়া চলিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় রাজমহলে উপস্থিত হইলাম। সেই রাত্রেই ডাকের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমি গো-শকটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাড়ীর খোঁজ করিতেছি শুনিয়া

পাঁচ সাত জন গাড়োয়ান আসিল, এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় এক সঙ্গে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা জানে হোগা সাব রাঁংরেজা ?" 'রাঁংরেজা' কিরে বাপু ? শেষে বুঝিলাম, ইংরেজবাজার বা ইংরেজাবাদ মালদহের সিভিল ষ্টেসন ইহাদের নিকট এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত। পাঁচ সিকা দিয়া আমি রাঁংরেজার জন্য গাড়ী করিলাম। গাড়োয়ান আমার বিছানা বিছাইয়া দিলে, ধূলিধূসর মস্তকটি উপাধানে ন্যস্ত করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকাল বেলা যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি প্রভাত রৌদ্রে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত, ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বহিতেছে, গাড়ী প্রশস্ত পথ বহিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে, পথের উভয় পার্শ্বে মাটির উঁচু আইল দেওয়া তুঁতের ক্ষেত, আমের বাগান, পাখীর কলগান, বনের ছায়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন কৃষক-কুটীরে বালক বালিকার হর্ষ কল্লোল, আর অনেক দূরে ধূসর গিরিশ্রেণীর উপর প্রাতঃ সূর্য্যের দীপ্তালোক, আমি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিলাম।

বেলা তিনটার সময় মালদহে আসিয়া পৌঁছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে মালদহে আসিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, আমার বাল্যবন্ধু কমলকৃষ্ণ বাবু সে সময় মালদহের ডিস্টিলারি সুপারিণটেনডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার স্কন্ধেই ভর করিলাম। তিনি আমাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া অত্যধিক

আনন্দিত হইলেন। অপরাহ্ণে স্নানাহার শেষ করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আমি আমার এই আকস্মিক অভিজানের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। দেখিলাম তিনি বঙ্কু সাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন; আমাকে কৌতূহলাক্রান্ত দেখিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেন, আমি বলিলাম, "তাহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছ আগাগোড়া বল।"

কমলকৃষ্ণ বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বঙ্কু সাহার অবস্থা এমন ছিল না যে আমি তাহার বিষয়ে কোন খবর রাখি, তবে তাহার পলায়নের পর বিষয়টা কিছু interesting হইয়া উঠায় দিগম্বর বাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমাকে বলি; দিগম্বর বাবু আমাদের এ অঞ্চলের একজন বড় জমিদার, প্রথম যৌবনে বঙ্কু তাঁহার একজন মোসাহেব ছিল: তাঁহাদেরই গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে সে কিছুদিন পড়িয়াছিল, কিন্তু সরস্বতীর অকৃপাবশতঃ ছাত্রবৃত্তি পাশ করিতে পারে নাই, অবশেষে সে মালদহে আসিয়া 'সারদাসুন্দরী (দিগম্বরের মাতার নাম) দাতব্য চিকিৎসালয়ের' কম্পাউণ্ডারের এসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত হয়; কিছু দিন এসিষ্ট্যাণ্টগিরি করিয়া দিগম্বর বাবুর অনুগ্রহে তাঁহার কম্পাউণ্ডারের চাকরীটী লাভ হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার চাকরী করা পোষাইয়া উঠিল না, সে সর্ব্বদাই বলিত, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কখন চাকরী করিয়া পোষায় না, প্রতিভা বিকাশই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সে চাকরী ছাড়িয়া আবিষ্কার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে নাকি

সর্ব্বদা সার্ হম্‌ফ্রে ডেভি বা ক্রিষ্টোফার কলম্বস জন্মগ্রহণ করে না, তাই বেচারার আবিষ্কারের মধ্যে তেমন originality* ছিল না, অর্থাৎ সে যখন দেখিল প্রতিভা খাটাইয়া কিছু আবিষ্কারও করা চাই সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনও চাই, তখন আর কিছু আবিষ্কারের সুবিধা না পাইয়া 'কুন্তল-তৈল' নামে একটা কেশ-তৈল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বোধ হয় কুন্তলীনের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া ও তাহার খ্যাতির কথা শুনিয়া সে ইহার নামের অনুকরণে নিজের তৈলের নাম রাখিয়াছিল, এরকম অনুকরণ আজ কাল আমাদের দেশের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক শুধু এই তৈল আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেই হয় ত বেচারীকে কোন বিপদে পড়িতে হইত না, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নিরীহ লোকের প্রাণও যাইত না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"বল কি তুমি, তাহা হইলে কি সে তৈল বিষাক্ত নয়? আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি এ তৈলে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্ত্তমান আছে।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই কথাটা শোনই, অনেক রহস্য আছে, বুঝিতেছ না মাখিবার তেল খাইয়া মানুষ মরিয়াছে, বিষ থাক বা না থাক, মাখিবার তেল আর কে খায়?"

আমি বলিলাম, "তোমার গল্প শেষ না হইলে আর এ রহস্যের অন্ত পাইতেছি না,—বল।"

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"বঙ্কু সাহা শুধু তৈল প্রস্তত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ভাবিয়া চিন্তিয়া পেটের ব্যায়ারামের একটা পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির করিল তাহার নাম দিল উদরাময়ের মহৌষধ। এই মহৌষধের আর কোন গুণ ছিল কি না জানি না, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আঁঠালো যে তাহা আর কহতব্য নয়, বোধ করি এই মহৌষধ দিয়া ভাঙ্গা কাচও যোড়া দেওয়া চলে। এ পরিচয় আমরা পরে পাইয়াছি, সেই কথাই এখন বলিব।

তৈল ও উদরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বঙ্কু সাহা তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিব 'সারদাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়ের' ও দিগম্বর বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার কে, সি, দত্ত, এল্, আর্, সি, পি, (এডিন) মহাশয়ের নিকট দুই শিশি উপহার পাঠাইল, এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে যদি তিনি এই তৈল ও মহৌষধের উপকারিতা সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দেন তাহা হইলে তাহার মহোপকার হয়। ডাক্তার জানাইলেন, ইহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তিনি সার্টিফিকেট দিবেন; শিশি দুটি আপাততঃ তাঁহার নিকট রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন,—"এই ঘটনার তিন দিন পরে মালদহের সেসন বসিল। রাজসাহীর সেসন জজ সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া দাওরা করিতে আসিলেন! দেখিতে দেখিতে বিচারালয় সজীব হইয়া উঠিল, দাওরা আরম্ভ হইবার দিন আদালতের সম্মুখবর্ত্তী সুবৃহৎ

নিম্ববৃক্ষ-মূল ও অদূরবর্ত্তী ছায়াচ্ছন্ন আম্র-তরুতল উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আসামী ও ফরিয়াদীপক্ষীয় লোক, স্কুলের ছাত্র, দোকানদার সর্ব্বশ্রেণীর জনসমাগমে এক বৃহৎ হাটের আকার ধারণ করিল, এরূপ হইবার বিশেষ কারণও ছিল, জজ আরবথনট কোম্পানীর সহিত জমিদার দিগম্বর বাবুর একটা হাটের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়; এক দিন হাটে উভয়পক্ষীয় লোকই উপস্থিত ছিল, কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল, প্রথমে মুখে মুখেই চলিতেছিল, শেষে লাঠি চলিতে লাগিল, আরবথনট কোম্পানীর এক পাইকের লাঠিতে দিগম্বর বাবুর একটা লাঠিয়ালের মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আঘাতেই বেচারা মরিয়া গিয়াছে। দাওবার প্রথম দিনই এই মোকদ্দমার বিচার হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল, উভয় পক্ষই প্রবল, কলিকাতা হইতে দুই পক্ষই বড় বড় ব্যারিষ্টার আনাইয়াছেন। পেটা ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল, কনেষ্টবল বেষ্টিত আসামী 'কাঠগড়ার' মধ্যে আনীত হইল, জজ সাহেব খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া বিচারকের আসনে উপবেশন করিলেন, ব্যারিষ্টার সাহেবেরা আসিয়া বিচারালয়ের বিভিন্ন কাষ্ঠাসন শোভিত করিয়া বসিলেন, এবং সামলা মাথায় দিয়া সরকারী উকীল বিচারগৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে সরকারী উকীল মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। মোকদ্দমার ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে, একজন বড় রকমের সাক্ষীর সময় আসিল, এই সাক্ষী

আর কেহ নহে, দিগম্বর বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক মিঃ কে, সি, দত্ত, এল্, আর্, সি, পি মহাশয়।

কিন্তু এখনও তিনি উপস্থিত হন নাই, একে বিলাত ফেরত ডাক্তার, তাহার উপর আবার এল্, আর্ সি, পি (এডিন), মামলা মোকদ্দমার তিনি তোয়াক্কাই রাখেন না, কিন্তু সেসন আদালতের কথা স্বতন্ত্র, তাহার উপর হাকিম যে রকম কড়া খাতির না করিয়া উপায় নাই। কোর্টে যখন তাঁহার উপস্থিত হওয়ার দরকার ঠিক সেই সময়টিতে তিনি হ্যাট-কোটে পরিশোভিত হইয়া, তাঁহার ডগকার্টখানিতে করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন।

এখানে দত্ত সাহেবের কথা তোমাকে একটু বলি; তাঁহার একটু প্রাকৃতিক বিকৃতি জন্মিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সহধর্ম্মিণীর নব-যৌবন বর্ত্তমানেই পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মস্তকের সম্মুখের নিবিড় কেশরাশি উঠিয়া গিয়া দুই চারি গাছি মাত্র চুল মরুভূমে ওয়েশিসের মত বিদ্যমান ছিল। বন্ধু সাহা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহার আবিষ্কৃত কুন্তল তৈল যথারীতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার লুপ্ত কেশরাজি অঙ্কুরিত হইয়া তাঁহার অনুর্ব্বর মস্তক সুশোভিত করিবে। কাছারীতে সাক্ষী দিতে যাইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বন্ধু সাহার সেই তৈলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, শিশিটা তখনও খোলেন নাই, মনে করিলেন 'তৈলটা একটু মাথায় লাগাইয়া যাই নাই কেন?' শিশি বাহির করিয়া চাকরকে সেই তৈল তাঁহার মাথায় উত্তমরূপে লাগাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। চাকরটা শিশির কর্ক খুলিয়া

অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণ তরল পদার্থ তাঁহার মস্তকের উপর উত্তমরূপে অনুলিপ্ত করিয়া দিল। অতঃপর তিনি মস্তকে হ্যাট আঁটিয়া কাছারীতে সাক্ষ্য দিতে চলিলেন।

আমি তোমাকে একটা কথা এতক্ষণ বলি নাই, বঙ্কু সাহা যে কুন্তল তৈল ও উদরাময়ের মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাদের শিশি ঠিক এক রকমের, শুনিয়াছি শিশির উপর লেবেল লাগাইবার ভার দিয়াছিল একটা নিরক্ষর চাকরের উপর, চাকরটা লেবেলগুলা অদল-বদল করিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ কুন্তল তৈলের লেবেল উদরাময়ের মহৌষধের শিশিতে লাগাইয়াছিল, আর মহৌষধের লেবেল লাগাইয়াছিল তৈলের শিশিতে; ইহাতে যে ফল ফলিল তাহা বুঝিতেই পারিতেছ, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদরাময়ের মহৌষধটা ভয়ানক আঠালো জিনিষ। কাজেই সেই আঠালো উদরাময়ের মহৌষধ অতি পরিপাটিরূপে দত্ত সাহেবের মস্তকে লিপ্ত হইল।

কোর্টের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি হ্যাট খুলিবেন, উঠাইতে গিয়া দেখেন তাহা মাথার উপর আঁটিয়া বসিয়াছে। এরূপ অলৌকিক ঘটনার কারণ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি আর একবার হ্যাটের এক কোণ ধরিয়া সজোরে টান দিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! শিরীষের আটা বরং ভাল, বিস্তর টানাটানিতে হ্যাট একটুও নড়িল না, এদিকে টাকের উপর ঔষধ শুথাইয়া চামড়ায় টান ধরিয়াছে, মাথা চুলকাইবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হায়, হিমাচলের অভ্রভেদী শিরে চির বরফস্তূপের মত তাঁহার মস্তকে সোলা-হ্যাট অটুট্ রহিল।

এ দিকে আর সময় নাই, তাঁহার আগের সাক্ষী অনেকক্ষণ সাক্ষীর 'কাটরা' হইতে নামিয়া গিয়াছে, অগত্যা তিনি হ্যাট মাথায় দিয়াই সাক্ষীর কাটরায় উঠিলেন দেখিয়া অনেকে পূর্ণ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল, কারণ হ্যাট মাথায় দিয়া কোন সাহেব বা বাঙ্গালীকে সাক্ষী দিতে আর কখনও তাহারা দেখে নাই।

জজ সাহেবটি কিছু অতিরিক্ত রোখা, সাক্ষীরা তাঁহার হস্তে নিগ্রহ ভোগ করে বলিয়া একটা জনরব ছিল। জজ সাহেব ডাক্তারের মাথায় হ্যাট দেখিয়া তৎপ্রতি দুই একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-পাত করিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে যখন হ্যাট অপসারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিলেন, তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"আদালত গৃহে মাথায় হ্যাট রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ এ কথা একজন শিক্ষিত সাক্ষীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া লজ্জাজনক।"

ডাক্তারের গলদঘর্ম্ম হইতেছে, তিনি বুকের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি ইচ্ছা করিয়া মাথায় হ্যাট রাখি নাই, আমার—"

সাহেব—"আপনার ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক কোর্টে আপনার মস্তক উন্মুক্ত করিতে হইবে, ভারতেশ্বরীর বিচারা-সনের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিবার আপনার অধিকার নাই।"

ডাক্তার—"আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা—"

সাহেব এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা কোর্টের জানিবার কোন আবশ্যক নাই, আপনি এই মুহূর্ত্তে হ্যাট খুলিবেন কি না?"

জজ সাহেব—"চাপড়াসী, আবি উন্‌কো টোপী জোরসে উতার লাও।"

Block by King Halftone & Co.

ডাক্তার—"কি বিপদ, কোর্ট কি আমার কথাটা—"

জজ সাহেব—ইহা নিতান্ত বেয়াদবী! আমি আপনার কোন কথা শুনিতে চাহি না, আগে মাথা খুলুন, পরে কথা; আর যদি বিন্দু মাত্র বিলম্ব করেন, তবে আমি আপনাকে—

ডাক্তার আবেগের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, আমার কৈফিয়ৎটা শুনিয়া—"

জজ সাহেব এবার ব্লটিং এর রুলটা টেবিলের উপর আছড়াইয়া সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—'চাপড়াসী, আবি উন্‌কো টোপী জোরসে উতার লাও, পেস্কার, আমি ইহাকে আদালত অবজ্ঞার জন্য কুড়ি টাকা জরিমানা করিলাম।

পেস্কার জরিমানার ওয়ারেণ্ট লিখিতে বসিল। চাপড়াসী হুজুরের হুকুমে ডাক্তার সাহেবের হ্যাট খুলিবার জন্য সাক্ষীর কাটরার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু ভীমকান্তি ডাক্তার সাহেবের বিরাট ঘুসি উত্তোলিত দেখিয়া আগাইতে ভরসা করিল না, এখন তাহার অবস্থাটা অনেক পরিমাণে

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ
সীতার হরণে যথা মারীচ কুরঙ্গ!"

এক দিকে জজ সাহেবের হুঙ্কার, অন্য দিকে ডাক্তারের ঘুসি, দুইটাই সমান আতঙ্কজনক—চাপড়াসী বেচারা প্রমাদ গণিল।

জজ সাহেব তাঁহার হুকুম তামিল হইল না দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, চাপড়াসীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন—"চাপড়াসী—গাধা, সুয়ার, তোমারা ক্যা ডর হ্যায়,

জোরসে নেকালো উসকে টোপী, আবি নেকালো, পেস্কার, আমি সাক্ষীকে আরো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলাম।

একে ত ভারি ধুমধামের মোকদ্দমা, তাহার উপর বড় বড় ব্যারিষ্টার আসিয়াছে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহরের অধিকাংশ লোক আসিয়া জড় হইয়াছিল, বিচারের মধ্যপথে বিচারগৃহে এই প্রহসন আরম্ভ হওয়ায় ঘরের দ্বার ও বারান্দায় আর তিল ফেলিবার স্থান রহিল না, সকলের দৃষ্টি ডাক্তারের উপর, ব্যাপার দেখিয়া সকলেই শশব্যস্ত, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়াকুল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে এরূপ অপমানিত হইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ মুখ দিয়া আগুণ ছুটিতে লাগিল, ললাট বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল, তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, জজ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"পঞ্চাশ কেন, আপনি এই মুহূর্ত্তে পাচশো টাকা জরিমানা করুন না কেন, জরিমানার ভয়ে কে কখন অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিতে পারে? আপনি শুধু রাগই করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে হ্যাটটি আমার মাথায় কায়েমীভাবে বসিয়া গিয়াছে; আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কিন্তু হাজার টানাটানিতেও ইহা খুলিবে না। যাহা হউক আমি আপনার আক্ষেপ রাখিব না, দেখুন ইহা অন্য উপায়ে খুলি।" বলিয়া দত্ত সাহেব পকেট হইতে একখানা ছুরী বাহির করিলেন, এবং তাহা খুলিয়া সোলা-হ্যাটের উপর তাহার অগ্রভাগ বসাইয়া জোরে টানিলেন, তাহার পর সেই ফাঁকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সজোরে

টানিতে লাগিলেন, সোলা-হ্যাটের ক্ষুদ্র প্রাণ সে বিষম টান সহ্য করিতে পারিল না পড় পড় শব্দে মাথার উপর হইতে হ্যাট উঠিয়া আসিল, মাথায় লুপ্তাবশিষ্ট যে দুই চারি গুচ্ছ কেশ বর্ত্তমান ছিল এই বিপুল টানে তাহাদেরও অস্তিত্ব লোপ পাইল, এবং হ্যাটের এক পরদা সোলা টাকটি জুড়িয়া বিরাজ করিতে লাগিল, কি রকম শোভা হইল কিছু অনুমান করিতে পার?" কমলকৃষ্ণ হাসিয়া আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম, "তাহা আর পারি না?"

'ছাদিতা শরদভ্রেণ শশি লেখেব দৃশ্যতে', তার পর?

"তাহার পর আর কি? হাসির গররা পড়িয়া গেল; সাক্ষী দেওয়া শেষ হইলে ডাক্তার অগ্নি-মূর্ত্তিতে আদালত হইতে বাহির হইয়া বন্ধু সাহাকে তেলের সার্টিফিকেট দিবার জন্য ঘোড়ার চাবুক হাতে করিয়া ছুটিলেন, বন্ধু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার সার্টিফিকেটের হাত হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইল। ডাক্তার মাথার পঙ্কোদ্ধার করিতে তিনখানা 'ভিনোলিয়া সোপ' খরচ করিলেন, মাথার গরম দূর করিবার জন্য মাথায় দু বোতল 'কুন্তলীন' মালিশ করিতে হইয়াছিল, ইহার পর বোধ করি তাঁহার মাথা কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তারের এই ঘটনার পরদিন পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের ওভারসিয়ারের মাথা ও ঘাড় উত্তম-

রূপে চাদুর দিয়া ঢাকিয়া আমার বাসার কাছ দিয়া যাইতেছিল, তখন বেলা আটটার বেশী হয় নাই; আমি তাহাকে ডাকিয়া তামাক খাইতে বসাইলাম, দেখি বেচারা মাথায় পাকড়ি '৫' হইয়া ঘাড় উচু করিয়া বসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমার মাথায় কি কোন রকম বেদনা হইয়াছে, না ঘাড়ে ফিক্ লাগিয়াছে? ওরকম করিয়া চাদর জড়াইয়াছ কেন?' ওভারসিয়ার বলিল, 'মহাশয় দুঃখের কথা আর কি বলিব, বঙ্কু সাহা নামক একটা হাতুড়ে এই সহরে 'কুন্তল তৈল' নামে একটা তেল আবিষ্কার করিয়াছে। কাল রাত্রে তাহাই একটু মাথায় দিয়া শুইয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার মাথাটা ঘোরে, ভাবিলাম, তেলটা বোধ হয় ভাল, সস্তাও বটে। তেলটি মাথায় মালিশ করিবার সময় আমার চাকর বলিল 'ভারি আঠালো তেল', আমার দুর্ব্বুদ্ধি! আমি বলিলাম, 'আঠালো হোক, ভাল করে মালিশ কর।' সে মাথার কাছে আধ ঘণ্টাটাক বসিয়া মালিশ করিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম; সকাল বেলা উঠিয়া দেখি, বালিশটি মাথার সঙ্গে দিব্য জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, কষ্টে স্টে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, বালিশটিও যিশুখৃষ্টের ক্রুশ-কাষ্ঠের মত মাথার সঙ্গে আড় হইয়া বাধিয়া উঠিল। কি করি, অনেক বিবেচনার পর খোল হইতে বালিশটা খুলিয়া ফেলা হইল, কিন্তু ওয়াড় ত মশায় আর কিছুতে মাথা ছাড়িতে চায় না, বিস্তর টানাটানি করিয়া দেখা গিয়াছে, আর এ বেশে বাহিরই বা হই কি করিয়া? অগত্যা ঘাড়ে মাথায় চাদরটা জড়াইয়া একবার সেই 'রাসকেলের' কাছে যাইতেছি,

অবস্থাটা একবার তাহাকে দেখাইয়া আসি। এমনি রাগ হইতেছে, বেটাকে ঘা কত দিয়া আসি আর বলিয়া আসি যে যদি আমার মাথার এ আটা না ছাড়াইয়া দেয় ত তার নামে ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা আনবো।"—ওভারসিয়ার চলিয়া গেল, কিন্তু বন্ধু সাহার যে রকম সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে হাজির পাওয়া সহজ হইল না। ইহার দিন কয়েক পরে যখন তাহার 'কুন্তল তৈল'রূপী 'উদরাময়ের মহৌষধ' সেবন করিয়া দুই জন লোক মরিল, আর দুই জন সরকারী ডাক্তার থানায় আসিয়া মরণাপন্ন-ভাবে তিন চারি দিন কাটাইয়া ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টায় বাঁচিয়া উঠিল, তখন চারি দিকে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহাকে arrest করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে সে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে, পুলিশের সাধ্য নাই যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহার অন্তর্দ্ধানের পর তাহার বাসা খানা-তল্লাসী করা হইয়াছিল, পাওয়া গিয়াছে কি জান? গোটা কত কেরোসিনের বাক্স, একখানা ভাঙ্গা চৌকি, সরল জ্বর-চিকিৎসা, বিসূচিকা দর্পণ, বৈজ্ঞানিক সামগ্রী প্রস্তুতের সহজ উপায় প্রভৃতি কয়েকখানা পুঁথি, আর তাহার মহৌষধ কয়েক ডজন, এ সকল জিনিষ এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজিরের জিম্মায় আছে। এ সকল জিনিষ যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার তুলো বাহির করা ময়লা বালিশটার নীচে দুখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে, পত্র দুখানা ভারি মজার, দেখিতে ইচ্ছা কর ত কাল এক সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইও, হেডক্লার্কের কাছ হইতে লইয়া দেখাইব।"

পরদিন কোর্টে গিয়া পত্র দুখানি দেখিয়া আসিলাম, দেখিলাম একখান বহরমপুর হইতে আর একখান বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। আমি হেডক্লার্ককে বলিয়া একটা কাগজে পেন্সিল দিয়া পত্র দুখানা নকল করিয়া লইলাম। বর্দ্ধমানের পত্রখানি এইরূপ :—

মার্ণবরেষু।

মহাসয়, এই কলীজুগে হরেক রকম জুআচুরির কতা হামেসা স্রেবন করিআ আসিতেছি। কিন্তুক এ রকম জুআচুরি এই প্রেথম দেখিলাম। অন্য জুআচোরেরা ধন লইয়া খ্যান্ত হয় কিন্তুক আপুনি প্রান পর্য্যান্ত নষ্টো করিবার উপক্রোম করিআছেন। আমার মাতা ঠাকুরানি কিছু কাল জাবদ পেটের পীড়েয় কষ্টো পাইতেছিলেন, বিধায় আপনার উদরাময়ের মহৌসদের বিজ্ঞাপন দ্রিষ্টে ঐ মহৌসদ আনাইআ তাহাকে সেবন করিতে দিই, একবার সেবনের পর পীড়ে উপসোম হওোয়া দুরের কথা তিনী ক্রেমেসা তো ভেদ বমীতে অস্থির হইআ পড়িলেন, অগত্যো ঔসদ বন্দ করিআছি। যাহা হইবার হইআছে, মাতাঠাকুরানি পুর্ব্ব পুন্যিফলে এ জাত্রা রইখ্যে পাইআছেন, আমার কাছে ফাকী দিআ যে দাম আদায় করিআছেন, পত্রোপাট তাহা ফেরত পাঠাইবেন, নচেৎ আমী বঙ্গোবাসী পত্রিকায় আপনার জুআচুরির কতা প্রেকাশ করিআপত্রো লিখিবো জানিবেন, অধীক লেখা বাহুর্ল ইতি—

নিঃ শ্রীনিত্রানন্দ পরামাণিক।

দ্বিতীয় পত্রখানি আরো অদ্ভুত, ভাষা এত পরিশুদ্ধ না হইলেও ইহা অপেক্ষা তাহাতে অধিক রস আছে, তাহা এই :—

শ্রীযুক্ত বি, বি, সাহা এণ্ড কোং
মালদহ।

মহাশয়,

আমার পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণকিশোর সান্যাল আপনার কুন্তল তৈলের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভ্যালুপেএবল ডাকে ঐ তৈল এক শিশি আনাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করে নাই; শুনিয়াছি ঐ তৈল মালিশ করিলে কেশহীন স্থানে কেশোদ্গত হয়, এই কথা বিজ্ঞাপনে পাঠ করিয়াই সে এ কাজ করিয়াছে; বাবাজীর মাথায় কেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তাহার অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইল, এ পর্য্যন্ত দাড়ি গোঁফের কোন চিহ্নমাত্র প্রকাশ না হওয়ায় বাবাজী কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ী দাড়ী গোঁফ লাভের আশায় মুখ মণ্ডলে মালিশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ তৈল আনাইয়াছে, এবং মুখে এক দিন মাত্র মালিশ করিয়াছে, ঐ এক দিনের মালিশেই তাহার মুখে চিরস্থায়ী কালো বার্ণিসের পত্তন হইয়াছে, পিয়ার্সের সাবান দূরের কথা, নারিকেলের ছোবড়া ঘসিয়াও সে বার্ণিস চটাইতে পারিলাম না; বাবাজীবন লোক সমাজে মুখ দেখাইতে অক্ষম হইয়া বাড়ীর ভিতরেই সর্ব্বদা বাস করিতেছেন এবং কয়েক দিন হইতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। তৈলের খোসবোটিও অতি চমৎকার, বোধ করি ইহার মধ্যে কয়েক ফোঁটা করিয়া ছারপোকা, তেলাপোকা, এবং ঝোলোপোকার আরক আছে, যাহা হউক কয়েক দিন ধরিয়া মুখের উপর এসেন্স 'দেলখোস' লাগাইয়া গন্ধটাকে নষ্ট করা গিয়াছে, কিন্তু রঙ্গটি কিসে অন্তর্হিত হয়

তাহা লিখিলে পরমোপকৃত হইব। দাম আর ফেরত চাই না। আপনার এ ব্যবসায় কত দিনের? সাবধান হইয়া ব্যবসায় চালাইবেন, নতুবা পেটের দায়ে পিঠে বিস্তর খাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীনবকিশোর সান্যাল।

আমি পত্র দুখানি নকল করিয়া লইয়া হেড্‌ক্লার্ককে ফেরত দিয়া বলিলাম, "মহাশয় বঙ্কু সাহার আসল বাড়ী কোথায় জানেন কি?"

হেড্‌ক্লার্ক বলিলেন, "শিবগঞ্জ, এখান হইতে এগারো ক্রোশ হইবে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমৃদ্ধ গ্রাম, ইচ্ছা করেন ত ষ্টীমারে যাইতে পারেন, আই, জি, এস্, এন্, কোম্পানীর 'তিলোত্তমা' ষ্টীমার আজ বেলা চারিটার সময় সিরাজগঞ্জ ছাড়িবে।"

আমি প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহার পরে পুলিশ সুপারিণ-টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দিনই ষ্টীমারযোগে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলাম। সিরাজগঞ্জে বঙ্কু সাহার বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, সেখানে তাহার নিজের ঘরবাড়ী কিছুই নাই, লোকটা মামার বাড়ী থাকিত, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে একেবারে নিরুদ্দেশ।

মন্দির-দ্বারে।

আমি, স্বপনে দেখিনু, পূরব-গগনে
উজলে জ্যোতির লেখা,
প্রথম রবির কিরণ ধারায়,
আঁধারের রাশি যায় ভেসে যায়,
মাতৃ-মন্দিরে চূড়ায় চূড়ায়
ঝলকে কিরণ রেখা।
জড়, অচেতন, নীরব ভুবনে
প্রাণ-কম্পন জাগে,
সরসী-হৃদয়ে মুদিত কমল
ফুটে নব অনুরাগে।
আলোকের শিশু লতায় পাতায়,—
কি যে লীলা করি খেলিয়া বেড়ায়
কিশলয়-কোলে কুসুম-কলিকা
আধ আধ যায় দেখা।
আজ, স্বপনে দেখিনু পূরব-গগনে
উজলে জ্যোতির লেখা।

প্রভাত-রাগিণী বাজিছে মায়ের
সিংহ-দুয়ার 'পরে,
চলে সারি সারি কত নরনারী
পূজার অর্ঘ্য করে,—
প্রভাত আলোক পুলকে আসিয়া
ললাটে তাঁদের যায় টিকা দিয়া,
তাঁদের চরণ পরশ করিয়া
প্রণমিছে শত করে।
উঠিছে স্তোত্র প্রভাত পবনে
কি সে গম্ভীর স্বর !
উঠিছে স্তোত্র গগনে গগনে
জাগাইয়া চরাচর !
শিশুদল মেলি করতালি দিয়া,
চলে মন্দিরে, নাচিয়া নাচিয়া,
হরষিত প্রাণ গাহে জয় গান
কারে এ জগতে ভয় !
"জয় জয় জনমভূমির,
জয় জননীর জয়।"
আসিতেছে কবি, কবিতার হার
পরাতে মায়ের গলে,
আসিছে শিল্পী, লয়ে উপহার
সাধনার ধন পূজা-সম্ভার

যত কিছু আছে সঞ্চিত তার
দিতে "মা"র পদতলে।
পুষ্পগন্ধে মন্দ পবন
বহিতে পারে না আর,
দেলখোস বাসে সুবাসিছে দিক,
শত পুষ্পের সার!
কুন্তলীনের গন্ধ-প্রদীপ
মায়েব দুয়ারে জ্বলে।
আসিতেছে কবি কবিতার হার
পরাতে মায়ের গলে।
কেন মা, কেন মা, এখনো রুদ্ধ
মন্দির-দ্বার তোর?
অরুণ উদিত পূরব-গগনে
নিশা যে হয়েছে ভোর!
মাগো, মঙ্গলে, প্রসন্নময়ি,
প্রসন্না হও সন্তানে অয়ি,
দাও মা শক্তি, মুছাইয়া দিয়া
দুর্ব্বল-আঁখি-লোর।
প্রভাত-কিরণে হৃদয়-সরসে
ফুটিল যে শতদল,
অমূল্য এই পূজা-উপহার
কার তরে মাগো বল্।

হের মন্দিরে চূড়ায় চূড়ায়,
আলোক-ঝলকে কি যে শোভা পায়
উঠিছে স্তোত্র প্রভাত পবনে
ভরিয়া ভুবনময়।
জয় জয় জয় জননীর জয়,
মাতৃভূমির জয়!
আমি দেখিনু স্বপন, উঠিছে স্তোত্র
ভরিয়া ভুবনময়,
জয়, জয়, জয়, জননীর জয়,
মাতৃভূমির জয়!

বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা।

প্রথম সর্গ।

রাজসভাতলে বসি রাজা বুদ্ধিমান,
রাজকার্য্য করিছেন প্রফুল্ল বয়ান।
হেনকালে প্রজাগণ চারিদিক হতে,
প্রণাম করিল আসি রাজচরণেতে।
বলিল একটি ঠক পশেছে নগরে,
নিশিদিন আমা সবে জ্বালাতন করে।
ঠকাইয়া ধন রত্ন সব নিয়ে যায়,
বাচে না প্রজারা প্রভু, কি হবে উপায়।
কোন বেশে কবে আসে বুঝিতে না পারি,
কেমনে বুঝিব প্রভু, ঠকের চাতুরী।
শুনিয়া প্রজার মুখে ঠকের কাহিনী,
অস্থির হইল রাজা পরমাদ গণি।
কহে আমি বুদ্ধিমান বুদ্ধে বৃহস্পতি,
মম রাজ্যে ঠক আসে এমন শকতি।
বুদ্ধি-জালে জড়াইয়া ঠক্‌কে ধরিব,
কত বুদ্ধি রাখে ঠক সকলি বুঝিব।

মম বুদ্ধি হতে বল কার বুদ্ধি বড়,
কেন ভয় পাও সবে যাহ নিজ ঘর।
এত কহি বুদ্ধিমান মনেতে বিচারি,
নগরে পাহারা দিল দশ পাঁচ কুড়ি।
সুরা পানে মত্ত হয়ে পাহারা সকল,
নগরের প্রান্তভাগে ঘুমায় কেবল।

দ্বিতীয় সর্গ।

কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথি নিশীথ সময়,
অন্ধকারে পথ ঘাট দৃষ্টি নাহি হয়।
হেনকালে বুদ্ধিমান নিজ হর্ম্ম্যতলে,
পূজিছেন শিবলিঙ্গ অতি কুতূহলে।
চন্দন কুসুম চুয়া কুসুমের হার,
ধুপ দীপ নৈবিদ্যাদি নানা উপচার।
হেনকালে ঠক এক চিন্তি মনে মনে,
ধরিল শিবের মূর্ত্তি পরম যতনে।
হরিষে হাড়ের হার গলায় পরিল,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি নিজ বসন ত্যজিল।
খড়িমাটী গুলি অঙ্গে রং ফলাইল,
দর্পণ ধরিয়া ভালে ত্রিনেত্র আঁকিল।
দু একটি মৃত সর্প স্কন্ধে জড়াইয়া,
চলিল রাজার কাছে বলদে চড়িয়া।

রাজদ্বারে গিয়া জোরে করে করাঘাত,
সে শব্দে রাজার ধ্যান ভাঙ্গিল হঠাৎ।
বাহিরে থাকিয়ে ঠক বম্ বম্ করে,
রাজা গিয়ে দ্বার খোলে হরিষ অন্তরে।
বলদে চড়িয়া ঠক গৃহে প্রবেশিল,
আমি শিব আসিয়াছি রাজাকে বলিল।
রাজা ভক্তিভাবে চাহি দেখে বার বার,
উপাস্য দেবতা শিব সম্মুখে তাহার।
আনন্দে অস্থির হয়ে বুদ্ধিমান রাজা,
হীরক প্রবাল দিয়ে তারে করে পূজা।
ঠক কহে তুমি রাজা ভকত প্রধান,
এ জগতে কেহ নাই তোমার সমান।
তোমার পূজায় তুষ্ট হইলাম অতি
তাই আজি স্বর্গ ছাড়ি মর্ত্ত্যে মম গতি।
পুণ্য কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তাতে নিশাকাল,
এ সময়ে সুরলোকে চল মহীপাল।
মর্ত্ত্যবাস তব রাজা পূর্ণ হইল আজ,
আজ তব গতি হবে দেবের সমাজ।
রাজা বলে অধমের গতি মাত্র তুমি,
এখনি তোমার সঙ্গে স্বর্গে যাব আমি।
অধম পাতকী জনে এত তব দয়া,
তোমার চরণে আমি সঁপিলাম কায়া।

ঠক বলে এক কথা শুন তবে রাজা,
স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া নাহি হয় সোজা।
স্বর্গে যেতে মানবেরা যত কষ্ট পায়,
সে সকল কষ্ট কিন্তু স্পর্শিবে তোমায়।
যোড় হাত করি রাজা কহে তবে ধীরে,
কষ্ট বিনে স্বর্গসুখ কেবা লাভ করে।
ঠক কহে তবে রাজা মুদ নেত্রদ্বয়,
খুলিবে, যখন মম অনুমতি হয়
বাক্যব্যয় না করিয়া চলহ ভূপতি,
বাক্যব্যয়ে হইবে না স্বর্গপুরে গতি।
এই আমি চলিলাম বলদে চড়িয়া,
নীরবে বৈসহ তুমি লাঙ্গুল ধরিয়া।

তৃতীয় সর্গ।

ঠকের ইঙ্গিত পেয়ে চলিল বলদ,
লাঙ্গুল ধরিয়া রাজা ভাবে গদ গদ
চলিল চতুর ঠক কাঁটা পথ দিয়া,
জর্জ্জর হইল রাজা কণ্টক ফুটিয়া
কত শিমূলের কাঁটা কত বেল কাঁটা
ঘটাইল রাজ অঙ্গে শোণিতের ঘটা।
কণ্টকে কণ্টকে রাজা হল জর জর,
তবুও অটল রাজা না হয় কাতর।

ভাবে এত কষ্ট নয় সুখের কারণ,
কষ্ট বিনে স্বর্গ যেতে পারে কোন জন।
রহিল কণ্টকে বিঁধি বসন রাজার,
তথাপি সঙ্কোচ দুঃখ না হয় রাজার,
ধূলা কাদা মল মূত্র শরীরে ভরিল,
তথাপি ভকত-শ্রেষ্ঠ চক্ষু না মেলিল।
ভাবে অনুমতি বিনে মেলিলে নয়ন,
যদি আর নাহি হয় স্বর্গ দরশন।
সঙ্গে করি স্বর্গে শিব না লয়েন যদি,
আমা সম অধমের কি হইবে গতি।
এত ভাবি অতি জোরে নয়ন মুদিয়া,
শিব মূর্ত্তি ধ্যান করে তন্ময় হইয়া।
ব্যথিত বলদ অতি লাঙ্গুলের টানে,
আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছোটে প্রাণপণে,
এই ভাবে কিছুক্ষণ করিলে গমন,
রজনীর শেষ ভাগ দিল দরশন।
একটি কলুর গৃহে রাজাকে লইয়া,
কলুর ঘানির পরে দিল উঠাইয়া।
গোটা কত গরু তাতে বাঁধি আনি দিল,
শিক্ষিত ঘানির গরু ঘুরিতে লাগিল।
কলুর ঘানির শব্দে রাজা পুলকিত,
মনে ভাবে এই বুঝি স্বরগের রথ।

ঠক বলে শুন ওহে ভকত প্রধান,
এই রথে স্বর্গ ধামে করিবে প্রয়াণ।
চক্ষু না মেলিবে তুমি কথা না কহিবে,
তা হইলে স্বশরীরে স্বর্গপুরে যাবে।
আমিও তোমার সঙ্গে অন্তরীক্ষে রব,
সময় হইলে ধরি স্বর্গে উঠাইব।
স্বর্গের অনেক পথ এসেছ রাজন,
এই দেখ স্বর্গগন্ধ মধুর কেমন।
এতবলি তাড়াতাড়ি ঠক-চূড়ামণি,
ঢেলে দিল এক শিশি "কুন্তলীন" আনি।
"কুন্তলীন" সৌরভেতে বিমুগ্ধ রাজন,
ভাবে আছে সম্মুখেতে পারিজাত বন।
সময় বুঝিয়া তবে ঠক পলাইল,
অভ্যাসে ঘান্নির গরু ঘুরিতে লাগিল।
ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘানির শবদে,
রাজা ভাবে যাইতেছে রথ স্বর্গ-পথে।
এই ভাবে বিভাবরী প্রভাত হইল,
কলুর গৃহের লোক সকল জাগিল।
ঘানির সে শব্দ শুনি আশ্চর্য্য মানিল,
এত ভোরে ঘানি ঘোরে গরু কে বাঁধিল॥
দেখিতে চলিল সবে হয়ে একত্রিত,
ভয়ানক দৃশ্য হেরি হইল চমকিত।

খানি পরে উপবিষ্ট বুদ্ধিমান রাজা,
কোমল শরীরে তার কতরূপ সাজা।
পরনে বসন নাই উলঙ্গ শরীর,
শরীর কণ্টকাকীর্ণ বহিছে রুধির।
মল মূত্র মাখা অঙ্গ রাজা বুদ্ধিমান,
নেত্রদ্বয় নিমীলিত প্রফুল্ল বয়ান।
কিসের সুগন্ধ এক কোথা হ'তে আসে।
গন্ধে ভ্রমর ছোটে মনের উল্লাসে।
সকলে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসে রাজায়,
নয়ন না মেলে রাজা উত্তর না পায়।
তখন সকল লোক বিষণ্ণ অন্তরে,
সংবাদ কহিল গিয়া মন্ত্রীর গোচরে।

চতুর্থ সর্গ।

সংবাদ শ্রবণে মন্ত্রী আশ্চর্য্য হইল,
রাজাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল।
রাজার অবস্থা হেরি অতি বিপরীত,
দাস দাসী লোক জন হল বিষাদিত।
কিসে হল এ দুর্দ্দশা জিজ্ঞাসে রাজায়,
তবু বুদ্ধিমান রাজা উত্তর না দেয়।
অবশেষে লোক জন বিষণ্ণ অন্তরে,
সংবাদ বলিল গিয়ে মন্ত্রীর গোচরে।

তখন আপনি মন্ত্রী সেই স্থানে গিয়া,
বিস্ময় মানিল অতি রাজাকে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল কেন রাজা সিংহাসন ছেড়ে,
বসিয়া রয়েছ কলু ঘানির উপরে।
দাস দাসী লোক জন জিজ্ঞাসে তোমায়,
কোন জন কোন রূপ উত্তর না পায়।
হে রাজা নয়ন দুটি মেল একবার,
এই দেখ আমি মন্ত্রী সম্মুখে তোমার,
এমন দুর্দ্দশা তব কে করেছে বল,
এখনি তাহারে আনি দিব প্রতিফল।
রাজা কহে মন্ত্রী আমি মেলিলে নয়ন,
আর না হইবে মম স্বরগে গমন।
স্বর্গযাত্রা করিয়াছি শুভক্ষণ করি,
তুমি কেন বাদ সাধ করিয়া চাতুরী।
পুণ্যফলে স্বশরীরে স্বর্গে যাই আমি,
তাহাতে আসিয়া মন্ত্রী হিংসা কর তুমি।
মন্ত্রী কহে ভাল স্বর্গে চলেছ রাজন,
সকলি বুঝিবে যদি মেল দুনয়ন।
রাজা কহে ঘ্রাণশক্তি হীন মন্ত্রী তুমি,
স্বরগের গন্ধ যায় দশ ক্রোশ ভূমি।
এ গন্ধ কি নাহি যায় তব নাসিকায়,
নিতান্তই মূর্খ তুমি কি বলিব হায়।

মন্ত্রীও সে সুসৌরভে মোহিত হইল,
বহু অন্বেষিয়া শিশি বাহির করিল।
কহিল এ "কুন্তলীন" স্বর্গগন্ধ নয়,
চক্ষু মেলি একবার দেখ সমুদয়।
ঠকে ঠকাইয়া তোমা এনেছে এখানে,
পরম দয়ালু ঠক মারে নাই প্রাণে।
এত শুনি বুদ্ধিমান নয়ন মেলিল,
ঠকের চাতুরী সব বুঝিতে পারিল।
নিজের অবস্থা দেখি লজ্জিত বিশেষ,
"বুদ্ধিমানের স্বর্গযাত্রা" এইখানে শেষ

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৩।১৪ পৃষ্ঠা অথবা তিন হাজার শব্দের অধিক না হয় সে বিষয়ে লেখকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। হস্তলিপি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। এক জনে একের অধিক রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একের অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

৩। প্রকৃত নাম ও ঠিকানা গোপন করিয়া কিম্বা কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া রচনা পাঠাইয়াছেন এইরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে সেই রচনা পুরস্কারযোগ্য হইবে না।

৪। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পুরস্কার সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য কেহ্ রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা ডাক টিকিট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনার পৌছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৫। পুরস্কৃত সমুদয় রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৬। রচনা আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু, পারফিউমার,

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেকালের কেশচর্চ্চা

সেকালে কেশচর্চ্চার প্রথা ছিল না ইহা কেহ বলিতে পারেন না। পুরাণ ও কাব্যাদি হইতে আমরা জানিতে পারি সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে কেশের সংস্কার করিতেন। রমণীগণ যেদিন কেশ-সংস্কারে না বসিতেন, সেদিন তাঁহাদের বৃথা গেল মনে হইত! তাঁহারা নানা জাতীয় বেনে মসলা তৈলে ভিজাইয়া সেই তৈল ব্যবহার করিতেন এবং তাহারই গন্ধে আমোদ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন।

একালে নর-নারীগণের মধ্যে কেশ-তৈল ব্যবহারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কেশ-তৈলের উপযোগীতা আছে, স্মরণ রাখিয়া কেশ-তৈল মাত্রই বিনা বিচারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। প্রচলিত বাজে কেশ-তৈল কেশেরও ক্ষতিকারক, মস্তিষ্কের পক্ষেও হিতকর নহে, তাহা বর্জ্জনীয়।

কেশ-তৈল ব্যবহারে যাহাতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া না পড়ে, কেশরাশি অকালে উঠিয়া না গিয়া তাহার সম্যক্ পুষ্টিসাধন হয়, সুমধুর স্নিগ্ধ-গন্ধে যাহাতে চিত্ত নিরন্তর প্রসন্ন থাকে এই অভিপ্রায়ে **কুন্তলীন** প্রস্তুত। ইহা মস্তিষ্কের পক্ষে যেমন হিতকর—কেশেরও সেরূপ পুষ্টিকর, নাসিকারও সেইরূপ তৃপ্তিদায়ক। এইজন্য কেশ-চর্চ্চার সময় আপনি সর্ব্বাগ্রে কুন্তলীন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

পারফিউমার, **এইচ বসু** বহুবাজার, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—দেলখোস। টেলিফোন—১০৮১।